নিবেদন

কেন জানি না শিশুকাল থেকেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করতাম। ইংরাজী, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় থেকে — যেগুলির বাজার - মূল্য অধিক সেগুলি থেকে সংস্কৃত আমার নিকট সমধিক রুচিকর মনে হত। রুচির পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য আর্য সত্য। মহাকবি কালিদাসের উক্তিটি স্মরণ করি —— "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"।

সংস্কৃতের প্রবল আকর্ষণে সকল কর্মের মধ্যেও সময় করে সংস্কৃতে পুরাণ কাব্য - ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পাশ করলাম, তীর্থোপাধি অর্জন করলাম। এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে নিবেদন করি যে, উত্তরকালে সংস্কৃত পরিষদ (বালুরঘাট) পণ্ডিত সমাজে "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি প্রদানে আমাকে গৌরবান্বিত করেন।

কিন্তু কেবল পঠনে মন তৃপ্ত হল না, পাঠন আরম্ভ করলাম —— "প্রাণকৃষ্ণ চতুষ্পাঠী" টোল নফরীপুর (বালুরঘাট) প্রতিষ্ঠিত করে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ হতে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী কাব্য - ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে "বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের" (কলিকাতা) অধীনে পরীক্ষা দেয় এবং আনন্দের কথা প্রায় সকলেই সফলকাম হয়।

এদিকে কয়েকজন শিক্ষক সহকর্মী বন্ধুর উপদেশে ও আগ্রহে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বহিরাগত ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলাম। পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্বেই লক্ষ্য করলাম যে, বাংলা ভক্তি সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতের স্তোত্রাদির যেন গভীর সম্পর্ক আছে। এই নিয়ে কোন গবেষণা করা যায় কি ?

তারপর ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের প্রাক্‌ভাগে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রবীন অধ্যাপক ডঃ শিব চন্দ্র লাহিড়ী, ডঃ সুনীল কুমার ওঝার পরামর্শে এবং ভাটপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবীন ও খ্যাতনামা শিক্ষক ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়ের আগ্রহে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের কলিকাতার পাইকপাড়াস্থিত

"চক্রতীর্থ" ভদ্রাসনে একদিন সভয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে প্রণাম জানালাম। আমার সঙ্গে তাঁর কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। ডঃ লাহিড়ী ও ডঃ ওঝার পরিচয় পত্রের মাধ্যমে পরিচিত হলাম। মুহূর্তে অপরিচিতের ব্যবধান তিরোহিত হল। ভক্তি-সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ দেখালেন, তিনি তখন প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন, চক্ষু চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে মাদ্রাজ শঙ্কর নেত্রালয়ে যাবার কথা। অবশ্যই এই মুহূর্তটি আমার পক্ষে পরম শুভ মুহূর্ত ছিল কারণ এই অবস্থায়ও ভক্তি-সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতে তিনি সম্মত হলেন। তারপর যথারীতি উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা প্রকল্প উপস্থাপিত করলাম এবং "সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও বাংলা ভক্তিগীতি কাব্য সাহিত্যের সম্পর্ক সূত্র — একটি সমীক্ষা" — শীর্ষক বিষয়টি অনুমোদিত ও নথিভুক্ত হ'ল।

তারপর সুরু হ'ল পুস্তকাদি সংগ্রহ, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানে, যেমন বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার, তিওড় ভারত সেবাশ্রম গ্রন্থাগার, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি — প্রমুখ সারস্বত প্রতিষ্ঠানে সাহায্যপ্রাপ্ত হলাম। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত ভাবে যে-সমস্ত বিদ্বজ্জন ও শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতমণ্ডলীর সান্নিধ্য ও উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যাঁরা — প্রথমে ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রজ্ঞাভারতী-বাচস্পতি-শাস্ত্রী ঋষিধাম (দত্তপুকুর), ডঃ কুমার নাথ ভট্টাচার্য চক্রতীর্থ — নবদ্বীপ, শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ — ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। হরিদ্বারের পরিব্রাজক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী মহারাজ। ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ হীরেন্দ্র নারায়ণ সরকার, জগাছা কলোনী, হাওড়া। তাঁদের প্রত্যেককে সশ্রদ্ধ - সকৃতজ্ঞ - প্রণাম জানাই।

একেবারে নিকট থেকে যাঁরা আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ –উদ্দীপনা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন — তাঁদেরও সকলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রণতি জানাই। এঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ — স্বর্গীয় পণ্ডিত ভুবণ মোহন দাস, ননীগোপাল ভট্টাচার্য প্রধান শিক্ষক, পতিরাম উচ্চ বিদ্যালয়, স্বর্গীয়া মাতৃদেবী সুভাষিনী দাস। প্রতিনিয়ত

যে আমার পার্শ্বে থেকে সাংসারিক সকল অসুবিধার সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে — পুনঃপুনঃ উৎসাহিত করেছে তাকে — আমার সহ-ধর্মিনী সংস্কৃত ভাষার শিক্ষিকা শ্রীমতী পূর্ণিমা দাসকে গভীর প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি, তৎসঙ্গে আমার পুত্র-কন্যা — শ্রীমান হরিস্বামী দাস, শ্রীমতী দেবযানী দাস যারা আমাকে পদে পদে কেবল উৎসাহিত নয় নানাভাবে সাহায্য দিয়েছে এবং দিচ্ছে তাদেরও আশীর্বাদ জানাই ।

এ ব্যাপারে বহু সহৃদয় বন্ধু - বান্ধবের অকৃপণ সহায়তা পেয়েছি । স্থানাভাবে তাদের সকলের নাম দিতে না পারার জন্য মর্মাহত । তাদের সকলকেও আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ।

পরিশেষে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবিনয়ে স্মরণ করি আমার তত্ত্বাবধায়ক পিতৃপ্রতীম অধ্যাপক ড: চক্র-বর্ত্তীকে । তাঁকে ধন্যবাদ প্রদানের মতো ধৃষ্টতা যেন আমার না হয় । তাঁর অকৃপণ অপার স্নেহের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে যে উজ্জ্বল আনন্দ পেয়েছি তা আমার জীবনের চিরন্তন পাথেয় হয়ে থাক্ ইহাই একমাত্র প্রার্থনা । তাঁকে জানাই বার বার প্রণাম ।

শ্রী অনিল চন্দ্র দাস